বাজেট ২০০৯-১০: তৃতীয় প্রান্তিক (জুলাই-মার্চ) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

মে ২০১০

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট: www.mof.gov.bd

বাজেট ২০০৯-১০: তৃতীয় প্রান্তিক (জুলাই-মার্চ) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

মে ২০১০

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট: www.mof.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেট-এর মার্চ ২০১০ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য	১-৬
২. পরিশিষ্ট	২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-মার্চ) আয় ও ব্যয়ের গতিধারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	৭-১৬
(ক)	সরকারের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি	৭-৮
(খ)	সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি	৮-১১
(গ)	বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন	১১-১৩
(ঘ)	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	১৩-১৪
(ঙ)	বৈদেশিক খাত	১৪-১৬
(চ)	মূল্যস্ফীতি	১৬

২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেট-এর মার্চ ২০১০ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত বক্তব্য

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামে

মাননীয় স্পীকার

১। বিগত ১৩ মার্চ ২০১০ তারিখে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত এ মহান জাতীয় সংসদে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিশ্লেষণধর্মী একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছিলাম। এটা ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের মহাজোট সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সফলতার এক অনন্য মাইলফলক। সে দায়িত্বের অংশ হিসেবে আজ আমি বর্তমান অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত বাজেট বাস্তবায়ন পরিস্থিতির আরো একটি প্রতিবেদন এ মহান সংসদে উপস্থাপনে আপনার সানুগ্রহ অনুমতি চাইছি।

মাননীয় স্পীকার

২। আপনি জানেন যে, এই মহান সংসদ ২০০৯ সালের জুলাই মাসে "সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৯" পাস করে। এ আইনের ১৫(৪) ধারা অনুযায়ী অর্থমন্ত্রীকে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের গতিধারা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে তার ফলাফল সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপনের বিধান রয়েছে।

৩। গত মার্চ মাসে আমি দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত বাজেটের বিপরীতে আয়-ব্যয়ের গতিধারার চিত্র এ মহান সংসদে উপস্থাপন করেছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির একটি সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা আমি এখানে করেছি। একই সাথে চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেছি। এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত এবং সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ পরিশিষ্ট হিসেবে এ প্রতিবেদনের শেষে তুলে ধরা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

৪। প্রথমেই আমরা দৃষ্টি ফেরাই *বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব সংগ্রহের* দিকে। চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৯,৪৮১ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১১.৫ শতাংশ। এর মধ্যে এনবিআর কর-রাজস্ব ৬১,০০০ কোটি টাকা, এনবিআর বহির্ভূত কর-রাজস্ব ২,৯৫৬ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ১৫,৫২৫ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-মার্চ, ২০১০) এনবিআর কর রাজস্ব ৪১,৬৪৮ কোটি টাকা, এনবিআর বহির্ভূত কর-রাজস্ব ১,৮৯৮ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব বাবদ ৯,৯৮৮ কোটি টাকা আহরিত হয়েছে। ***সার্বিকভাবে মার্চ ২০১০ পর্যন্ত তিন প্রান্তিকে মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৫৩,৫৩৪ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের একই সময়ের মোট রাজস্ব আয়ের তুলনায় ১৬.৯ শতাংশ বেশি।***

৫। অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এনবিআর কর রাজস্ব আদায় ৬৮.৩ শতাংশ। এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আদায় হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার ৬৪.২ শতাংশ এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার ৬৪.৩ শতাংশ। *সার্বিকভাবে রাজস্ব আয় হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার ৬৭.৪ শতাংশ।* আমদানি শুল্ক এবং জমি রেজিস্ট্রেশন হতে প্রত্যাশিত রাজস্ব না পাওয়ায় সার্বিক রাজস্ব আহরণ বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অনুপাতে কিছুটা কম প্রতিভাত হচ্ছে। তবে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দা পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে

শুরু করায় আমদানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আমদানি পর্যায় হতে রাজস্ব আহরণ আরো বাড়বে। এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আয়কর ইত্যাদির প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক। আশা করছি, *অর্থবছর শেষে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।*

মাননীয় স্পীকার

৬। আমরা এখন দৃষ্টি দেব *ব্যয় পরিস্থিতির* দিকে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে মোট সংশোধিত ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১,১০,৫২৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৬.০ শতাংশ), যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৮২,০২৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৯ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ২৮,৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.১ শতাংশ)। *সার্বিকভাবে মার্চ ২০১০ পর্যন্ত তিন প্রান্তিকে মোট ব্যয় হয়েছে ৫৮,১৪৬ কোটি টাকা যা সংশোধিত প্রাক্কলনের ৫২.৬ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৪৪,৫৭৬ কোটি টাকা (সংশোধিত প্রাক্কলনের ৫৪.৩ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ১৩,৫৭০ কোটি টাকা (সংশোধিত প্রাক্কলনের ৪৭.৬ শতাংশ)।*

৭। রাসায়নিক সার, জ্বালানি তেল ইত্যাদি খাতে চলতি অর্থবছরে ভর্তুকি এবং সুদ বাবদ পরিশোধ ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় অনুন্নয়ন খাতে সার্বিক ব্যয় প্রত্যাশা অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়নি। যদিও গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় অনুন্নয়ন ব্যয় ২.০ শতাংশ বা ৮৮৮ কোটি টাকা বেশি হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে ভৌত অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক হলেও এখনো অনেক বিল পরিশোধ প্রক্রিয়াধীন থাকায় আর্থিক অগ্রগতি কম প্রতিফলিত হচ্ছে। অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে এডিপি এবং রাজস্ব ব্যয়সহ অনুন্নয়নমূলক সকল খাতের ব্যয়ের গতি বৃদ্ধি পাবে। এ বিবেচনায় অর্থবছর শেষে সংশোধিত বাজেটে নির্ধারিত সার্বিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে আমি আশা করছি।

মাননীয় স্পীকার

৮। আপনি অবগত আছেন আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সিংহভাগই ব্যয়িত হয় ১০টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। এ ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র প্রায় ৮২.০ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মার্চ ২০১০ পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়গুলো তাদের এডিপি বরাদ্দের ৪৭.৪ শতাংশ ব্যয় করে। অবশিষ্ট ৩৯টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপি খাতে বরাদ্দকৃত ১৮ শতাংশ অর্থের মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৪৮.৬ শতাংশ। বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ তাদের অনুকূলে বরাদ্দের ৫৯.২ শতাংশ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫১.৯ শতাংশ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ৫৩.৩ শতাংশ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫৯.৭ শতাংশ এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ৫২.৯ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেছে।

৯। এডিপি বাস্তবায়ন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় কিছুটা বাড়লেও (মূল বরাদ্দের প্রায় ৩.০ শতাংশ) এ ক্ষেত্রে আরো প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়টি বর্তমান সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। ইতোমধ্যে আমরা প্রতি একনেক সভায় বেশি বরাদ্দপ্রাপ্ত দু'টি করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে একটি পৃথক টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এডিপি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রলালয়/বিভাগগুলোকে আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা তৈরী করার জন্যও আমরা পরামর্শ দিয়েছি। আশা করছি এসব ব্যবস্থার ফলে এডিপি বাস্তবায়নের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে।

১০। আমরা এবার দৃষ্টি ফেরাবো ***বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতির*** দিকে। চলতি অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩১,০৩৯ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ৪.৫ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে ১৩,৭১৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে ১৭,৩২৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৫ শতাংশ) সংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে। তৃতীয় প্রান্তিক শেষে সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪,৬১২ কোটি টাকা। গত অর্থবছরের একই সময়ে সার্বিক বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১০,৯০৮ কোটি টাকা।

মাননীয় স্পীকার

১১। আমি এখন পরিবর্তীত বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে দেশের ***সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির*** ওপর কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। বিশ্ব মন্দার প্রভাবে গত অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক থেকে আমাদের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেতে থাকে। মন্দার বিলম্বিত প্রভাবজনিত কারণে বর্তমান অর্থবছরের শুরুতেও ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় থাকে। মন্দা থেকে বিশ্ব অর্থনীতি বেরিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে আমাদের রপ্তানি ও আমদানি খাত সুদৃঢ় হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক ১১.৭ শতাংশ যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে জুলাই-মার্চ সময়ে ঋণাত্মক ০.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য ***জানুয়ারি ২০১০ থেকে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মার্চ ২০১০ মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮.৪ শতাংশ।***

১২। ২০০৯-১০ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত প্রথম নয় মাসে আমদানি পুর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৫ শতাংশ কম ছিল। তবে ঋণপত্র খোলার ভিত্তিতে জুলাই-মার্চ সময়ে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ২২.৯ শতাংশ। উল্লেখ্য ঋণপত্র খোলার ভিত্তিতে এ সময়ে ***মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৫১.৬ শতাংশ ও ৯.৬ শতাংশ।*** এটা অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক।

১৩। এবার আমি দৃষ্টি ফেরাতে চাই ***বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স প্রবাহের*** দিকে। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে মোট ৩ লক্ষ ২৪ হাজার শ্রমশক্তি বিদেশে গমন করেছে। বৈশ্বিক মন্দা ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়ায় আমাদের জনশক্তি রপ্তানিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। উদ্ভূত এ সংকট থেকে উত্তরণ এবং নতুন নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণসহ বিভিন্ন তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। আশা করছি উক্ত সংকট অচিরেই কেটে যাবে। তবে রেমিট্যান্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। চলতি অর্থবছরের ***প্রথম নয় মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৮,২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.৪ শতাংশ বেশি***।

১৪। ৩১ মার্চ ২০১০ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০,১৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে দেশের প্রায় ৫.৫ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। উল্লেখ্য, ৩১ মার্চ ২০০৯-এ রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৫,৯৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা প্রায় ৩.৫ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল।

১৫। এবার আমরা দৃষ্টি দেব ***মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতির*** দিকে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের মার্চ শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায় ২১.৩ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষে যা ছিল ১৯.৮ শতাংশ। এসময়ে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩.৩ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৮.৭ শতাংশ। একই সময়ে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ বেড়েছে ১৯.৫ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বেড়েছিল ১৮.২ শতাংশ। অন্যদিকে মার্চ ২০১০ শেষে সরকারি খাতে নীট ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায় ১০.৬ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ২১.৮ শতাংশ। রাজস্ব আহরণের

সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি এবং জাতীয় সঞ্চয়পত্র সমূহের নীট বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির ফলে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ ঋণাত্মক হয়েছে। ফলে চলতি অর্থবছরের মার্চ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহের ওপর এর কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি।

মাননীয় স্পীকার

১৬। আপনি জানেন যে, বিশ্ব অর্থনীতি প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত গতিতে মন্দা পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠছে। একই সময়ে সরকার সুদের হার হ্রাসকরণ, রপ্তানিমুখী শিল্পকে রপ্তানি সহায়তা প্রদানসহ সময়োপযোগী নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগকারীগণ তাদের আস্থা ফিরে পেয়েছেন এবং দেশে শিল্প খাতে বিনিয়োগ দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ০.৯ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। ***চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৮,৮২৮ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪২.৯ শতাংশ বেশি।*** একই সময়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ হয়েছে ৫১,১৪৭ কোট টাকা যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.৭ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১১,৫১২ কোটি টাকা। মার্চ ২০১০ পর্যন্ত মোট ৮,১৬০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে বিতরণকৃত কৃষি ঋণের (৬,৯০৭ কোটি টাকা) চেয়ে প্রায় ২১ শতাংশ বেশি।

১৭। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীর মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ***পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার মার্চ ২০১০ মাসে ৮.৮ শতাংশে*** দাঁড়িয়েছে যা মার্চ ২০০৯ মাসে ছিল ৫.০ শতাংশ। তবে চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৬.৯ শতাংশ, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৮.৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে ইতোমধ্যে সরকার কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং, খোলাবাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রী বিক্রি (ওএমএস) এবং অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নত হওয়ার ফলে বছর শেষে গড় মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে বলে আমি আশা করছি। পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য যাতে মূল্যস্ফীতির ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে না পারে সে লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নগদ জমার সংরক্ষণের হার (Cash Reserve Requirement) এবং সংবিধিবদ্ধ তারল্যের হার (Staturory Liquidity Ratio) ০.৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৫.৫ শতাংশ ও ১৮.৫ শতাংশ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

১৮। কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে কতিপয় খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছি। গত মার্চ মাসে ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদনে কৃষি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসসহ অবকাঠামো খাত, স্বাস্থ্য সেবা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইত্যাদি অগ্রাধিকার খাত বিষয়ে আমি আলোকপাত করেছিলাম। এ সকল বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে ২০১০-১১

অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি আরো সবিস্তারে আলোকপাত করবো। ইত্যবসরে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ের কিছু নতুন কর্মকান্ড সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই।

(ক) কৃষি খাতের ভর্তুকী ৩,৬০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,২০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। কৃষি জমিতে পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য পল্লী এলাকায় পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করার জন্য ১ কোটি ৮২ লক্ষ কৃষক পরিবারের মাঝে ***কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড*** বিতরণ করা হয়েছে।

(খ) বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত ***৫৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ*** জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করেছে। বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে ***তাৎক্ষণিক, স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা*** গ্রহণ করেছি। স্বল্প মেয়াদি ভাড়া ভিত্তিক ১,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৫৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকারি খাতে দেশে ১০টি স্থানে ৮২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে।

(গ) বাজেটে ঘোষিত আমাদের অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার হল ***ন্যাশনাল সার্ভিস*** কার্যক্রমের আওতায় দেশে বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী করে তোলা। এরই ধারাবাহিকতায় কুড়িগ্রাম জেলার ৯,৯৫০ জনের পর গত ৬ মে ২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বরগুণা জেলার প্রায় ৪,০০০ বেকার যুবক ও যুবমহিলার নিয়োগ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন।

(ঘ) বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের সহজশর্তে ঋণ প্রদানসহ সহজ ও স্বল্পব্যয়ে রেমিট্যান্স সংগ্রহ এবং বিদেশ হতে প্রত্যাগত কর্মীদের উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের সুবিধার্থে ***প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লিমিটেড*** নামে একটি ব্যাংকিং কোম্পানি স্থাপনের নিমিত্তে একটি আইন ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে। এছাড়াও †iwgU¨v‡Ýi †Wwj fvix mwfm DbZKi‡Y KwZcq GbwRI‡K m¤ú³ Kiv QvovI †gvevBj †dvb Ges †cvó Awdm mwfm e¨env‡ii m‡hvM †`qv n‡q‡Q| Gi d‡j %ea cšvq †iwgU¨v‡›mi ‡ci‡Yi nvi A‡iv evo‡e Awg Avkv KiwQ|

(ঙ) আন্তর্জাwZK FYgvb wbYqKvix ms¯v Standard and Poors (S&P) Ges Moody's evsjv‡`k‡K h_vµ‡g **BB-** Ges **Ba3** *mve‡fŠg FYgvb* ***(Sovereign Credit Rating)*** c`vb K‡i‡Q| D³ †iwUs Abhvqx FY cwi‡kv‡a A_%bwZK m¶gZvi wePv‡i evsjv‡`k wdwjcvBb, B‡›`v‡bwkqv I wf‡qZbv‡gi mgK¶Zv ARb K‡i‡Q| `w¶Y Gwkqvq evsjv‡`‡ki Ae¯vb fvi‡Zi c‡i _vK‡jI kxj¼v I cwK¯vb -Gi Ic‡i i‡q‡Q| Gi/c †iwUs cwßi d‡j ‡`‡k ˆe‡`wkK wewb‡qv‡Mi cwigvY ew× cv‡e| G QvovFYcÎ wbwðZKiY, M¨viw›U PvR BZ¨vw` eve` e¨qI mvkq n‡e|

(চ) ‘‘*জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা*’’ ও ‘‘*জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড*’’ গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্ট ফান্ড -এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৭০০ কোটি টাকা হতে নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একটি Focal Point চিহ্নিত করা হয়েছে এবং Climate Change Cell স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে।

মাননীয় স্পীকার

১৯। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে নির্মূলে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার দ্বিতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশল *(দিন বদলের পদক্ষেপ: দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র, ২০০৯-২০১১)* সংশোধন করে সময়োপযোগী করেছে। এছাড়াও অব্যাহত উন্নয়নের ধারাকে স্থায়ীত্ব (sustainable) দেয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (২০১০-২০২১) আলোকে সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) প্রণয়নের কাজ প্রায় সম্পন্ন করেছে। এই ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে আগামী বছর হতে মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) বাজেট প্রণীত হবে।

২০। কৃষি খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সরকার কৃষি গবেষণা জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে কৃষি উৎপাদনে নিবিড়তা (crop intensity) বৃদ্ধি ও কৃষি পণ্য বহুমুখীকরণসহ সার্বিকভাবে কৃষির উৎপাদনশীলতা (productivity) বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক সরকারি সহায়তা - যেমন, পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষি ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের বীজ উদ্ভাবন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান, কৃষিক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে। এডিপি’র বরাদ্দ বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো খাতে পিপিপি উদ্যোগে বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্প খাতকে এগিয়ে নেয়ার মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

২১। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে স্থবিরতা ছিল ইতোমধ্যে তা কাটতে শুরু করেছে। রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির ধারা ক্রমশ কমে এসেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধি, কৃষি ও মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি ব্যয় এবং বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহে আশাব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির এসব ইতিবাচক গতিধারা আমাদের অর্থনীতির ভিতকে করবে মজবুত যার ওপর দাঁড়িয়ে আগামীতে আমরা দারিদ্র্যমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে পারবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা করছি।

খোদা হাফেজ
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

পরিশিষ্ট

২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের তৃতীয় প্রান্তিক (জুলাই-মার্চ) পর্যন্ত আয় ও ব্যয়ের গতিধারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

পরিশিষ্ট

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট: তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-মার্চ) আয় ও ব্যয়ের গতিধারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ক. রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১. রাজস্ব আয়

সারণি ১: রাজস্ব আয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০ বাজেট	২০০৯-১০ (জানুয়ারি-মার্চ)	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)	২০০৯-১০ (জুলাই-মার্চ)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৪	৫	৬	৭
মোট রাজস্ব	৭৯,৪৮১	১৭,৯৮১	৪৫,৭৮৬	৫৩,৫৩৪ (১৬.৯)	৬৭.৪
কর রাজস্ব	৬৩,৯৫৬	১৫,৮২৯	৩৭,০২৬	৪৩,৫৪৬ (১৭.৬)	৬৮.১
এনবিআর	৬১,০০০	১৫,২১০	৩৫,২০৩	৪১,৬৪৮ (১৮.৩)	৬৮.৩
এনবিআর বহির্ভূত	২,৯৫৬	৬১৯	১,৮২৩	১,৮৯৮ (৪.২)	৬৪.২
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৫,৫২৫	২,১৫২	৮,৭৬১	৯,৯৮৮ (১৪.০)	৬৪.৩

উৎস: এনবিআর ও অর্থ বিভাগ। (বন্ধনিতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- জমি রেজিস্ট্রেশন হতে প্রত্যাশিত রাজস্ব পাওয়া যায়নি বিধায় কর বহির্ভূত রাজস্ব খাতে আদায় কিছুটা কম
- সার্বিক রাজস্ব আদায়ের বর্তমান ধারা বজায় থাকলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে

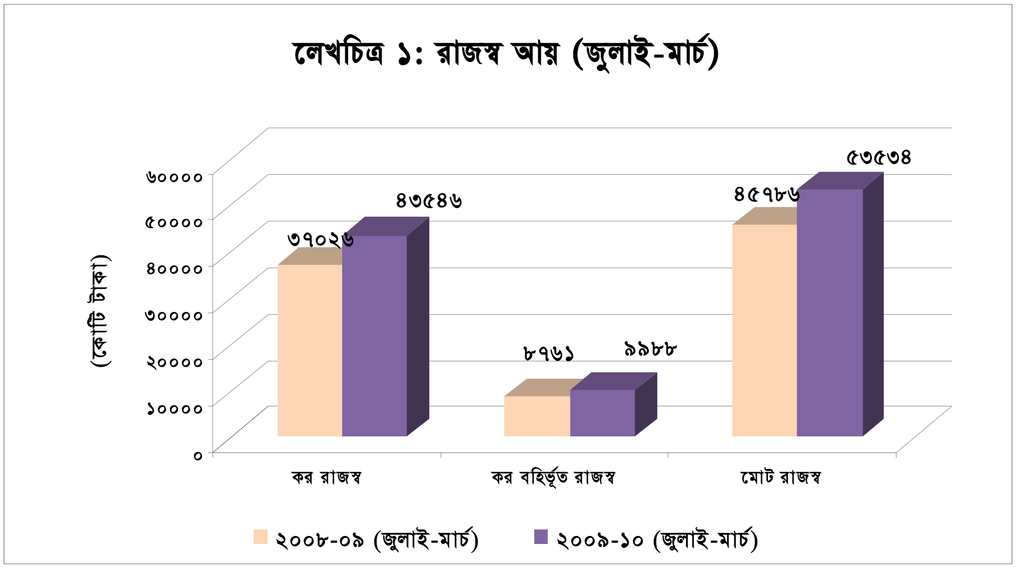

ক.২.এনবিআর কর রাজস্ব আদায়

সারণি ২: এনবিআর কর রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০ লক্ষ্যমাত্রা	২০০৯-১০ (জানুয়ারি-মার্চ)	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)	২০০৯-১০ (জুলাই-মার্চ)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
আমদানি শুল্ক	১০৪৩০	২৩১৯.৩	৬৫৬১.৬	৬৮৪৫.৬ (৪.৩)	৬৫.৬
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়)	১০২০০	২৭৬৬.৫	৬৪৩৫.৬	৭২৯৭.৩ (১৩.৪)	৭১.৫
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়)	১২৫৮৯	৩৩০৯.৫	৭৪২৭.২	৯৪৪০.৮ (২৭.১)	৭৫.০
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়)	২৬০৬	৭৬২.৬	১৬১৫.৯	২১৯৯.৮ (৩৬.১)	৮৪.৪
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়)	৭৮৭৯	১৮৬৬.২	৪৪৩২.৮	৫৪২৪.৮ (২২.৪)	৬৮.৯
আয়কর	১৬৫৬০	৩৭৭৯.৫	৮১৭৬.২	৯৮২০.০ (২০.১)	৫৯.৩
অন্যান্য কর	৭৩৬	৪০৬.৯	৫৫৪.০	৬১৯.৯ (১১.৯)	৮৪.২
মোট	**৬১০০০**	**১৫২১০.৫**	**৩৫২০৩.৩**	**৪১৬৪৮.২ (১৮.৩)**	**৬৮.৩**

উৎস: এনবিআর। (বন্ধনিতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- মার্চ ২০১০ পর্যন্ত সময়ে এনবিআর কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৮.৩ শতাংশ। বাজেটে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার ৬৮.৩ শতাংশ প্রথম নয় মাসে অর্জন হয়েছে
- ২০০৯-১০ অর্থবছরের মার্চ ২০১০ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি বিবেচনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়

লেখচিত্র ২: ২০০৯-১০ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে এনবিআর কর রাজস্ব আয়

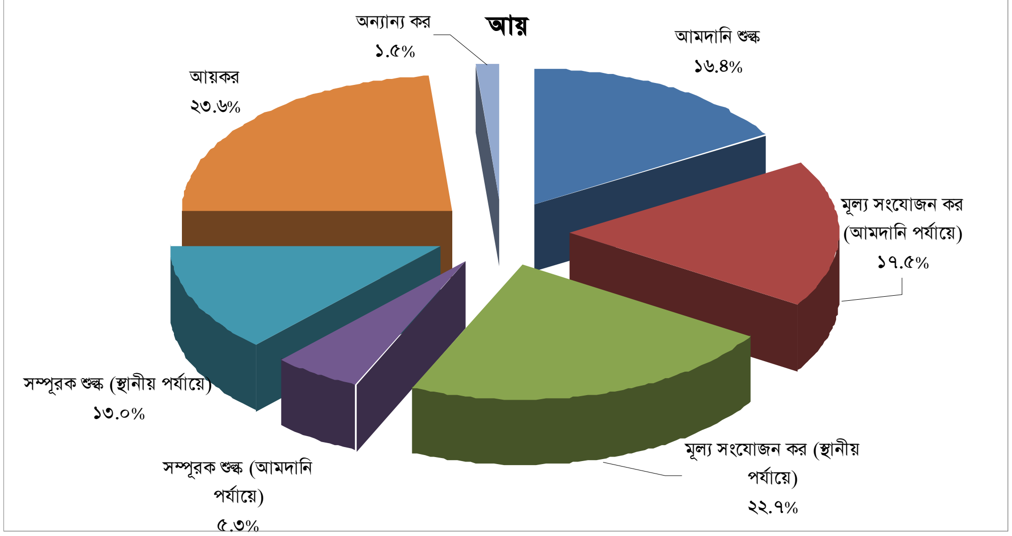

খ. সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

খ.১. সরকারি ব্যয়

সারণি ৩ : সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০ লক্ষ্যমাত্রা [% জিডিপি]	২০০৯-১০ (জানুয়ারি-মার্চ)	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)	২০০৯-১০ (জুলাই-মার্চ)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৪	৫	৬	৭
অনুন্নয়ন ব্যয়	৮২,০২৩ [১১.৯]	১৮,৭৭৭	৪৩,৬৮৮	৪৪,৫৭৬ (২.০)	**৫৪.৩**
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়	২৮,৫০০ [৪.১]	৪,৭৬৩	১০,৫২৪	১৩,৫৭০ (২৮.৯)	**৪৭.৬**
মোট	**১১০৫২৩** [১৬.০]	**২৩,৫৪০**	**৫৪,২১২**	৫৮,১৪৬ (৭.৩)	**৫২.৬**

উৎস: আইএমইডি ও অর্থ বিভাগ। (বন্ধনিতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- ❑ চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ব্যয় মোট বরাদ্দের ৫২.৬ শতাংশ
  - ➢ অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দের ৫৪.৩ শতাংশ
  - ➢ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে ব্যয় বরাদ্দের ৪৭.৬ শতাংশ
- ❑ এ সময়ে অনুন্নয়ন ব্যয় ২.০ শতাংশ এবং বার্ষিক কর্মসূচি ব্যয় ২৮.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে-
  - ➢ সুদ ও ভর্তুকি বাবদ ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম হলেও নতুন জাতীয় বেতন স্কেল’০৯ এর প্রভাবে অনুন্নয়নমূলক রাজস্ব ব্যয় কিছুটা বেড়েছে

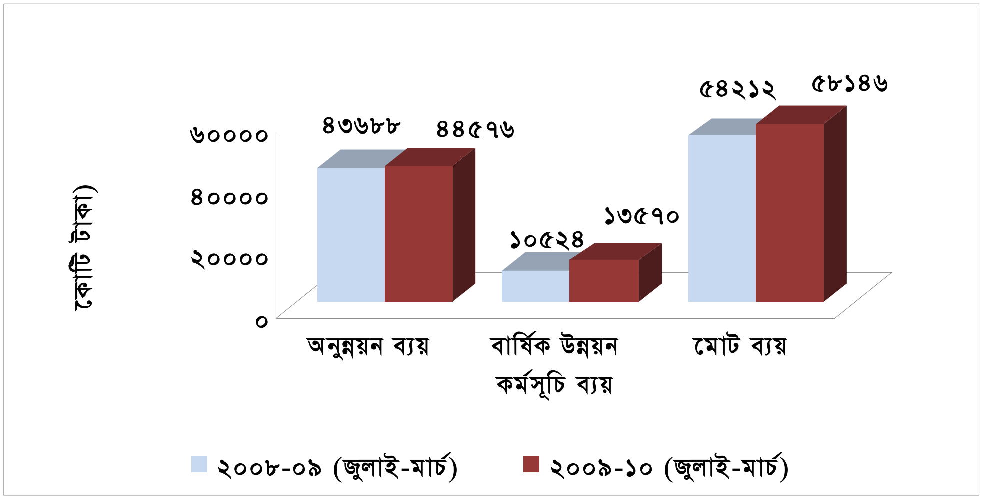

খ.২. ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

সারণি ৪: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৯-১০ বাজেট (সংশোধিত)	২০০৯-১০ (জানুয়ারি-মার্চ)	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)	২০০৯-১০ (জুলাই-মার্চ)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৪	৫	৬	৭
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬৭৬৮	১৬৮২	৩৪০৩	৪৪৮২ (৩১.৭)	৬৬.২
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৮৯৬৬	২৬৮৫	৪৪৫৮	৬০৮৮ (৩৬.৬)	৬৭.৯
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬৮৩৮	১২৬৫	২৭৭৪	৩৫৮৫ (২৯.২)	৫২.৪
কৃষি মন্ত্রণালয়	৬৭২৭	১৯৬০	৩৫৪৯	২৯৯৪ (-১৫.৬)	৪৪.৫
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৯৪২	৫৪১	৬৮২	৮২৪ (২০.৮)	৪২.৪
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৮১৭১	১৪২০	২৭৩১	৪৪৩৭ (৬২.৫)	৫৪.৩
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১২৫৬	৫২৩	৬৫০	৭৫০ (১৫.৪)	৫৯.৭
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১০৬৪	১১৪	৮৯	৬৩২ (৬১০.১)	৫৯.৪
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৬৪১	৩৫৫	১১৩৮	১০৩৩ (-৯.২)	৩৯.১
সড়ক ও রেলপথ বিভাগ	৫৫৭২	৯৩৫	১৬৩৩	২১৬৩ (৩২.৫)	৩৮.৮
মোটঃ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়	**৪৯,৯৪৫**	**১১,৪৮০**	**২১,১০৭**	**২৬,৯৮৮ (২৭.৯)**	**৫৪.০**
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৪৩,১৭২	৫,৭৯৯	১৭,৩৩৭	১৮২৮৩ (৫.৫)	**৪২.৩**
মোট কর্মসূচি ব্যয়	**৯৩,১১৭**	**১৭,২৭৯**	**৩৮,৪৪৪**	**৪৫,২৭১ (১৭.৮)**	**৪৮.৬**
অন্যান্য ব্যয়	১৭৪০৬	৬,২৬১	১৫,৭৬৮	১২,৮৭৫ (-১৮.৩)	৭৪.০
সর্বমোট ব্যয়	**১১০,৫২৩**	**২৩,৫৪০**	**৫৪,২১২**	**৫৮,১৪৬ (৭.৩)**	**৫২.৬**

উৎস: অর্থ বিভাগ (বন্ধনিতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

নোট: কর্মসূচি ব্যয় = (মোট ব্যয়) - (সুদ পরিশোধ + কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয় + নীট খাদ্য হিসাব + নীট ঋণ ও অগ্রিম)

- বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয় চলতি অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে বরাদ্দের ৫৪.০ শতাংশ ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে
- অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ এ সময়ে ব্যয় করেছে বরাদ্দের ৪২.৩ শতাংশ
- জুলাই-মার্চ সময়ে মোট কর্মসূচি ব্যয় হয়েছে বরাদ্দের ৪৮.৬ শতাংশ
- জুলাই-মার্চ সময়ে মোট ব্যয় বাজেট বরাদ্দের ৫২.৬ শতাংশ

খ.৩. ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

সারণি ৫: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	বরাদ্দ (সংশোধিত)	এডিপি'র অংশ (%)	২০০৯-১০ (জানু.-মার্চ)	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)	২০০৯-১০ (জুলাই-মার্চ)	বরাদ্দের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৬৯১৫.৩	২৪.৩	১১১৫.৩	২৯৮৭.২	৩৬৮৫.৯ (২৩.৪)	৫৩.৩
সড়ক ও রেলপথ বিভাগ	৩০২৩.৫	১০.৬	৩০১.০	৬৭১.১	৫৯৭.৯ (-১০.৯)	২৯.৭
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৬৩৬.৭	৯.৩	৩৫৪.০	১৩৬৩.৩	১০২৯.৯ (-২৪.৫)	৩৯.১
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৮১৪.৪	৯.৯	৩৭৯.১	১০০৭.৯	৮৭৬.১ (-১৩.১)	৪৪.৬
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৭৪২.৮	৯.৬	৫৪৪.২	১১৮১.৭	১৬৩৭.৫ (৩৮.৬)	৫৯.৭
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪২৫.৫	৫.০	৩৫৩.৭	৪৬৭.২	৭৪০.৩ (৫৮.৫)	৫১.৯
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১২৪৪.৪	৪.৪	২৩০.৪	৩১৬.৪	৩৮৮.২ (২২.৭)	৩১.২
কৃষি মন্ত্রণালয়	৯৬৭.৮	৩.৪	১৮৯.১	৩৭৪.৯	৫১২.০ (৩৬.৬)	৫২.৯
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১০৩০.৯৫	৩.৬	১০৪.১	৬৯.৬	৬১০.৪ (৭৭৭.০)	৫৯.৯
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৫৩৬.৫	১.৯	২১.৪	১৪৬.০	৩০১.৩ (১০৬.৪)	৫৬.২
মোট	**২৩,৩৩৭.৯**	**৮১.৯**	**৩৮৫১.০**	**৮৫৮৫.৩**	**১০৩৭৯.৫** (২০.৯)	**৪৭.৪**
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৫,১৬২.১	১৮.১	৯১২.৪	১৯৩৭.৮	৩১৯০.৫ (২৯.০)	**৪৮.৬**
মোট	**২৮,৫০০.০**	**১০০.০**	**৪৭৬৩.৪**	**১০৫২৩.১**	**১৩৫৭০.০** (২৮.৯)	**৪৭.৬**

উৎস: আইএমইডি (বন্ধনীতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- মার্চ ২০১০ বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বরাদ্দের ৪৭.৪ শতাংশ
- এ সময়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের ৪৮.৬ শতাংশ
- সার্বিকভাবে মার্চ ২০১০ পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দের ৪৭.৬ শতাংশ ব্যয় হয়েছে যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩.০ শতাংশ বেশি

গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

গ.১. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সারণি ৬: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০: বাজেট (% জিডিপি)	২০০৯-১০ (জানুয়ারি-মার্চ)	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)	২০০৯-১০ (জুলাই-মার্চ)
১	২	৩	৪	৫
বাজেট ভারসাম্য	**-৩১০৩৯ (-৪.৫)**	-৫৫৫৮	-১০৯০৮	**-৪৬১২**
অর্থায়ন	৩১০৩৯	৫৫৫৮	১০৯০৮	৪৬১২
বৈদেশিক (নীট)	১৩৭১৪ (২.০)	১৭৫৪	১১১৪	৬৯১৫
অভ্যন্তরীণ (নীট)	১৭৩২৫ (২.৫)	৩৮০৪	৯৭৯৪	-২৩০৩
ব্যাংক	৮৬৬১ (১.২৫)	২৪৩	৭৭৮৯	-১০৮৬৫
ব্যাংক বহির্ভূত	৮৬৬৪ (১.২৫)	৩৫৬১	২০০৫	৮৫৬২

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

- চলতি অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিক শেষে বাজেট ঘাটতি ৪৬১২ কোটি টাকা-
  - সঞ্চয় পত্রের সুদের হার ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে বেশি হওয়ার কারণে নন-ব্যাংক সূত্রে প্রাপ্তি বেশি হয়েছে
  - বৈদেশিক সূত্রে সাহায্য গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বেশি হয়েছে
- মার্চ ২০১০ শেষে সরকারের কাছে প্রায় ১১,২৫২ কোটি টাকা ক্যাশ ব্যালেন্স রয়েছে

গ.২. বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

সারণি ৭: বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০: বাজেট	২০০৯-১০ (জানুয়ারি-মার্চ)	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)	২০০৯-১০ (জুলাই-মার্চ)
১	২	৩	৪	৫
মোট	**১৩৮০৩**	**১৭৫৪**	**১১১৪**	**৬৯১৫**
প্রকল্প সাহায্য	১২৮৪৫	২৮৭৯	৩২৩৮	৫৮৯৫
বাজেট সাপোর্ট	৩৫০০	০	১১৮২	৪৫৪৩
অন্যান্য	২০০০	০	০	০
ঋণ পরিশোধ	-৪৫৪২	-১১২৫	-৩৩০৬	-৩৫২৩

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ

- Public Expenditure Support Facility এবং Counter-cyclical Facility শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় এডিবি হতে ৬৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গেছে

গ.৩. অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের ঋণ

সারণি ৮: অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০ বাজেট	২০০৯-১০ (জানুয়ারি-মার্চ)	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)	২০০৯-১০ (জুলাই-মার্চ)
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকিং উৎস (নীট) (ট্রেজারি বিল ও বন্ড)	১৬৭৫৫	২৪৩	৭৭৮৯	**-১০৮৬৫**
ব্যাংক বহির্ভূত উৎস (নীট) (জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ)	৩২৭৭	৩৫৬১	২০০৫	**৮৫৬২**
মোট	**২০০৩২**	**৩৮০৪**	**৯৭৯৪**	**-২৩০৩**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

- সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ হতে ঋণ গ্রহণের হার বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬৫৫৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং
- বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৈদেশিক উৎস হতে বেশি সহায়তা পাওয়ায় ব্যাংকিং উৎস হতে ঋণ গ্রহণ ঋণাত্মক হয়েছে (সরকারের হাতে প্রায় ১১,২৫২ কোটি টাকা নগদ উদ্বৃত্ত রয়েছে)

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

ঘ.১. মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

সারণি ৯: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি
(মেয়াদ শেষে, বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	জুন'০৯	সেপ্টেম্বর'০৯	ডিসেম্বর'০৯	মার্চ'১০
১	৩	৪	৫	৬
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৯.২	১৬.৯	২০.৭	২১.৩
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৬.০	১২.৪	১৩.৭	১৩.৩
বেসরকারি খাতে ঋণ	১৪.৬	১৩.৭	১৯.২	১৯.৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ হ্রাসের কারণে মার্চ'১০ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে
- একই সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির হার ১৯.৫ শতাংশ যা প্রথম প্রান্তিক শেষে ছিল ১৩.৭ শতাংশ

ঘ.২. রিজার্ভ মুদ্রা ও এর প্রধান উপাদান

সারণি ১০: রিজার্ভ মুদ্রা ও এর প্রধান উপাদান

(মেয়াদ শেষে, বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	জুন'০৯	সেপ্টেম্বর'০৯	ডিসেম্বর'০৯	মার্চ'১০
১	৩	৪	৫	৬
নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৯.৬	৫৭.৬	৮২.৩	৬৮.৭
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৩৪.৬	-১৭.২	-৫৫.৭	-৫৩.৩
রিজার্ভ মুদ্রা	৩১.৫	২৪.৮	১৭.৭	১৭.৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- মার্চ ২০১০ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬৮.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে
- একই সময়ে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রায় ৫৩.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে
- মার্চ ২০১০ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার ১৭.৯ শতাংশ যা প্রথম প্রান্তিক শেষে ছিল ২৪.৮ শতাংশ
- রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় নীট বৈদেশিক সম্পদের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে
- আমদানি পরিস্থিতি বিশেষত মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি সম্প্রতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার কমে যাওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে

ঘ.৩. কৃষি ও শিল্প ঋণ বিতরণ

সারণি ১১: কৃষি ও শিল্প ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০ (জানুয়ারি-মার্চ)	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)	২০০৯-১০ (জুলাই-মার্চ)
১	৪	৫	৬
কৃষি ঋণ	২৫৬২	৬৯০৭	৮১৬০
প্রবৃদ্ধি (%)	**-৪.৪**	**৯.৪**	**১৮.১**
মেয়াদি শিল্প ঋণ	৬২১৩	১৩১৭৪	১৮৮২৮
প্রবৃদ্ধি (%)	**৪৬.৮**	**-৯.৬**	**৪২.৯**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে কৃষি ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক
- গত অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মেয়াদি শিল্প ঋণের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হলেও চলতি অর্থবছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪২.৯ শতাংশ

৬. বৈদেশিক খাত

৬.১. রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি

সারণি ১২: রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি

খাত	২০০৯-১০ (জানুয়ারি-মার্চ)	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)	২০০৯-১০ (জুলাই-মার্চ)
১	৩	৪	৫
রপ্তানি (মি. মার্কিন ডলার)	৪২৫৭	১১৬৩৪	১১৫৪১
প্রবৃদ্ধি (%)	**৯.৮**	**১৪.৫**	**-০.৮**
আমদানি (মি. মার্কিন ডলার)	৬০৩৩	১৭৪৫৩	১৭১৯১
প্রবৃদ্ধি (%)	**৭.৩**	**১২.৬**	**-১.৫**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক (-১১.৭ শতাংশ)। তৃতীয় প্রান্তিক শেষে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঋনাত্মক ০.৮ শতাংশে নেমে এসেছে এবং মার্চ ২০১০ মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮.৪ শতাংশ যা মার্চ ২০০৯ মাসে ছিল ৪.৬ শতাংশ
- মার্চ ২০১০ পর্যন্ত আমদানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক (-১.৫ শতাংশ) হলেও ঋণপত্র খোলার ভিত্তিত এসময়ে মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং শিল্পের কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৫০.২ শতাংশ এবং ৯.২ শতাংশ

৬.২. রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

সারণি ১৩: রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

খাত	২০০৯-১০ (জানুয়ারি-মার্চ)	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)	২০০৯-১০ (জুলাই-মার্চ)
১	২	৪	৫
রেমিট্যান্স (মি. মার্কিন ডলার)	২৭২২	৭০৩৪	৮২৫৫
প্রবৃদ্ধি (%)	**৭.৬**	**২৪.৫**	**১৭.৪**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- বিগত অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকের তুলনায় চলতি অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ৭.৬ শতাংশ
- সার্বিকভাবে অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭.৪ শতাংশ

ঙ.৩. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি ১৪: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি

খাত	০৪ মে '০৯	৩০ সেপ্টেম্বর'০৯	৩০ ডিসেম্বর'০৯	৪ মে ২০১০
১	২	৩	৪	
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মার্কিন ডলার)	৬৫২৮.৪৩	৯৩৬৩	১০৩৪৫	১০০৭৪
আমদানি মাস হিসেবে	২.৯	৫.৩	৫.৭	৫.৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- চলতি অর্থবছরের মার্চ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে
- আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির হার সম্প্রতি কমে আসছে

চ. মূল্যস্ফীতি

চ.১. মূল্যস্ফীতির গতিধারা

সারণি ১৫: মূল্যস্ফীতির গতিধারা
(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)

	২০০৮-০৯			২০০৯-১০		
	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর	মার্চ	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর	মার্চ
মূল্যস্ফীতি (%)	১০.২	৬.০	৫.০	৪.৬	৮.৫	৮.৮

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে ২০০৯-১০ অর্থবছরের মার্চ শেষে সময়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৮ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ হার ছিল ৫.০ শতাংশ
- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারি '১০ মাসে মূল্যস্ফীতির হার ৯.০৬ শতাংশে উন্নীত হলেও গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপের ফলে মার্চ শেষে তা ৮.৮ শতাংশে নেমে এসেছে
- ২০০৯-১০ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬.৯ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ হার ছিল ৭.৫ শতাংশ
- আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ পণ্য মূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতার ফলে মূল্যস্ফীতিতে উর্ধ্বমুখী চাপ বজায় থাকতে পারে